তারিখ ..13 DEC..2015...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৪...

অভিযুক্ত এক শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত, অপরজনকে শোকজ

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রীর আত্মহত্যা

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষকদের করা অপমান সহ্য করতে না পেরে স্কুলছাত্রী উম্মে হাবিবা শ্রাবণীর আত্মহত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত ২ স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাদের মধ্যে শিক্ষক কামরুল হাসান মুন্নাকে স্কুল থেকে সাময়িক বরখাস্ত এবং নাসরিন সুলতানাকে শোকজ করা হয়েছে। শনিবার সকালে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া স্কুল শিক্ষক কামরুল হাসান মুন্না তার পরিচিত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে দিয়ে থানা পুলিশ এবং নিহতের পরিবারকে ম্যানেজের চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক কামরুল হাসান মুন্না সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে রাজি হননি।

গণবিদ্যা নিকেতন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন মুকুল জানান, শ্রাবণীর আত্মহত্যার ঘটনায় কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। সভায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুস সামাদসহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঘটনার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে শিক্ষক কামরুল হাসান মুন্নার সম্পৃক্ততা প্রমাণ হওয়ায় তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। শিক্ষক নাসরিন সুলতানাকে শোকজ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার গণবিদ্যা নিকেতন স্কুলের প্রভাতী শাখার নবম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রাবণীকে নকলের অভিযোগ তুলে শিক্ষিকা নাসরিন সুলতানা তাকে স্কুলের অতিরিক্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুল জব্বারের কাছে নিয়ে যান। সেখানে তাকে শিক্ষক কামরুল হাসান মুন্না মারধর করেন এবং অশালীন গালমন্দ করেন। পরে তাকে স্কুলের মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এক পর্যায়ে তাকে পরীক্ষায় বহিষ্কার করা হয়েছে জানিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে শ্রাবণী বাসায় ফিরে তার ব্যক্তিগত ডায়েরিতে সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। সুইসাইড নোটে তার আত্মহত্যার জন্য স্কুলের শিক্ষিকা নাসরিন সুলতানা এবং কামরুল হাসান মুন্নাকে দায়ী করা হয়।

সদর মডেল থানায় গত বৃহস্পতিবার রাতেই ঘটনার জন্য নিহতের বাবা অপমৃত্যু মামলা করেন। তবে শুক্রবার নিহতের মা সেতারা বেগম শ্রাবণীর হাতে লেখা সুইসাইড নোট পাওয়ার পর কী ব্যবস্থা নেবেন তা জানাতে পারেননি থানার ওসি আবদুল মালেক।